হরিণাকুণ্ডুতে দেশীয় অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ মাদকসহ নারী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মাদক ও বিপুল সংখ্যক দেশীয় অস্ত্রসহ তাছলিমা আক্তার(৩৫) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬। গ্তকাল বুধবার রাত ১টার দিকে হরিণাকুন্ড পৌরসভার চটকাবাড়িয়া গ্রামের নিজ বাড়ী থেকে তাকে আটক করা হয়। হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি (তদন্ত) অসিত কুমার রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত তাছলিমা আক্তার ওই গ্রামের হোসেন আলীর স্ত্রী। র্যাব-৬ এর কম্পানী কমান্ডার এএসপি মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার চটকাবাড়িয়া গ্রামের চিহ্নিত মাদক কারবারী হোসেন আলীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। হোসেন আলী ওই গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।

এ সময় দুই কেজি গাঁজা ও ৮টি রাম দা-সহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্রসহ তাছলিমা আক্তারকে গ্রেফতার করে র্যাব-৬।
র্যাবের কর্মকর্তা আরও বলেন, এ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হোসেন আলী পলাতক রয়েছেন। সে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাদকের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল।

পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান চলমান রয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় মামলা করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি (তদন্ত) অসিত কুমার রায় বলেন, র্যাব-৬ এর পক্ষ থেকে হরিণাকুণ্ডু থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রেফতার নারীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেত থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

ভারত থেকে আসা এসব অস্ত্র গুলি গন্তব্যে পৌঁছুনোর আগেই তা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় সেনাবাহিনী। আজ রবিবার ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গাংনী ক্যাম্পের এক বিশেষ অভিযানে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনীর অভিযান সুত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অস্ত্র ও গুলি পাচার করে এনে তা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাচারকারীরা অস্ত্র ও গুলি সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেতে ফেলে রাখে। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা তৎপরতায় অস্ত্রের গন্তব্যে ও সম্ভাব্য অভিযান নিয়ে ছক করা হয়।

গাংনী সেনাবাহিনী ক্যাম্পের মেজর আহমেদ ফজলে রাব্বি নিলয় ও ক্যাপ্টেন মোল্লা রিফাত রায়হান পৃথক দুটি দল নিয়ে ভোরে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় একটি ব্যাগের মধ্যে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় একটি ওয়ান সুটারগান, একটি বিদেশী পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গুলি গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ আটক হয়নি।

ঝিনাইদহে জুলাই আন্দোলনে থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার,

গ্রেপ্তার ১

পুলিশের কাছ থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ঝিনাইদহ থেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় রুবেল হোসেন নামে একজন কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযানে ২৪শের জুলাই আন্দোলনের সময় থানা থেকে লুট হওয়া একটি মাল্টি ইমপ্যাক্ট সাউন্ড গ্রেনেড, একটি ককটেল ও একটি র্যান্ডম মুভ টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়।

নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলার সদর উপজেলায় দুষ্কৃতকারীদের নাশকতা সৃষ্টির আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ টিম এ অভিযান পরিচালনা করে।

সদর উপজেলার উদয়পুর এলাকায় ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি চৌকশ টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে একাধিক মামলার আসামি রুবেল হোসেনের বসতবাড়ি থেকে উল্লিখিত বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, উদ্ধারকৃত টিয়ারগ্যাস গ্রেনেডটি বাংলাদেশ পুলিশের ব্যবহৃত সরঞ্জামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো গত বছরের জুলাই মাসে সংঘটিত আন্দোলনকালীন সহিংসতার সময় বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র-সরঞ্জামের অংশ।

অভিযান শেষে জব্দকৃত সব আলামত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামসুল আরেফিন বলেন, এ ঘটনায় যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হরে।

আলমডাঙ্গা মোটরসাইকেল চেকিং

কালে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় নিয়মিত মোটরসাইকেল চেকিংকালে দেশীয় অস্ত্রসহ দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের লাল ব্রিজ এলাকায় থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার বিরামপুর গ্রামের আরজুল হকের ছেলে ফরজ আলি(৪০), একই উপজেলার কুর্শা গ্রামের তানিস আলীর ছেলে রাজন আলি(২২)।

জেলা ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট হাসানুল বান্না জানান, আলমডাঙ্গা শহরে নিয়মিত মোটরসাইকেল চেকিংয়ের দায়িত্ব পালনকালে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে লাল ব্রিজ এলাকার পশুহাট যাত্রী ছাউনির সামনে অবস্থান করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা দিক থেকে আসা একটি ওয়ান টেস্ট টিভিএস স্ট্রাইকার মোটরসাইকেলকে থামিয়ে ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল বিল্লাল হোসেন চেকিং শুরু করেন।

চেকিংয়ের সময় তাদের কথাবার্তায় সন্দেহ হলে দেহ তল্লাশি করে পকেট থেকে একটি কাটা ও দড়ি বাঁধা একটি প্রিমিয়াম গিয়ার উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে মোটরসাইকেলের সিট খুলে একটি চাপাতি ও একটি স্টিলের রড উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক হোসেন আলী ও এসআই ওয়াহিদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ দুইজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যান।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাঈল জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মুজিবনগরে যৌথ অভিযানে অস্ত্র ও গুলিসহ একজন আটক

মেহেরপুরে অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ কুখ্যাত সন্ত্রাসী মোঃ আরিফুল হক (৪১) ওরফে মিঠুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি মহাজনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক।

গত বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্প ও গাংনী র্যাবের যৌথ অভিযানে মুজিবনগর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের পর মিঠুর বসতবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি ৭.৬৫ মিমি পিস্তল (মেড ইন ইউএসএ), একটি ম্যাগাজিন এবং দুই রাউন্ড তাজা গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্র জানায়, গ্রেপ্তারকৃত মিঠু চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, বিস্ফোরক সংক্রান্ত অপরাধসহ বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণ এর আগে ২০২৩ সালে তার গ্রেপ্তারের দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

গ্রেপ্তারের পর উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ মিঠুকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের ভাটপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটারগান (পিস্তল), তিন রাউন্ড গুলি ও

তিনটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

শনিবার (৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গাংনীস্থ সেনাবাহিনী ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভাটপাড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি দল অভিযানে নামে। সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে অপরাধচক্রটি পালিয়ে যায়। এ সময় তাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র ও গুলি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থার জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে রাতের আধারে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকতি

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় রাতের আঁধারে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে উজ্জ্বল বিশ্বাস নামের এক কৃষকের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল রবিবার ভোররাতের দিকে উপজেলার বেড়বাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। উজ্জ্বল বিশ্বাস ওই গ্রামের মৃত আব্দুল গণি বিশ্বাসের ছেলে।

উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, আনুমানিক রাত সাড়ে ৩ টার দিকে আমার স্ত্রী ঘরের দরজা খুলে বাথরুমে যায়। সে সময় ৫ থেকে ৬ জন মুখোশধারী ডাকাতদল আমার ঘরে প্রবেশ করে। তারা অস্ত্রের মুখে আমাকে ও আমার স্ত্রী-সন্তানকে জিম্মি করে ফেলে। সে সময় আমার ঘরে থাকা নগদ ৫ হাজার টাকা, দুইটি মোবাইল ফোন ও সাড়ে তিন ভরি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যায়।

তিনি অভিযোগ করেন, ঘটনার পর শৈলকুপা থানা-পুলিশকে একাধিক বার জানালেও তারা আমার বাড়িতে আসেনি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজ হোসেন বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

মুজিবনগরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সেনাবাহিনীর হানা, পিস্তল, গুলি ও গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অভিযান চালিয়ে ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল, ১টি লাইভ অ্যামুনিশন এবং ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

গতকাল সোমবার রাত ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মহাজনপুর কবরস্থানের পাশে একটি আমবাগানে সেনাবাহিনীর একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সময় ডাকাত দল সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। পরে তল্লাশি চালিয়ে আমবাগানে অবস্থিত একটি ছাপড়ি ঘর থেকে ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল, ১টি লাইভ অ্যামুনিশন এবং ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত অবৈধ অস্ত্র, অ্যামুনিশন এবং গাঁজা পরবর্তীতে মুজিবনগর থানায় পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ আটক ২

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি দল রবিবার (১২ অক্টোবর) রাত ২ টা থেকে ভোর সোয়া চারটা পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়ন এলাকায় এক যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে বিষয়খালী গ্রামের লতিফ মিয়ার ছেলে কালু (৪০) এবং সুলতান শেখের ছেলে বাদশা (৪৮) কে আটক করা হয়।

অভিযানের সময় ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল এবং ১টি শটগান উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদে কালু তার কাছে অতিরিক্ত বিস্ফোরক দ্রব্য থাকার কথা স্বীকার করে।

এ সময় আরও দুটি শটগান এমোনেশন, তিনটি ওয়ান স্যুটার এমোনেশন, তিনটি হাত বোমা ও ২ টি ককটেল উদ্ধার করা হয়। আটক কালু তার সহযোগী বাদশা-র সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করে। পরবর্তীতে যৌথ বাহিনী বাদশার বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে। বাদশা পালানোর চেষ্টা করলে তাকে ঘিরে ফেলা হয় এবং তাকেও আটক করা হয়। পরবর্তীতে আসামিদেরকে থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয় ।

ঝিনাইদহ সেনা ক্যাম্প কমান্ডার জানান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বদা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

তিনি জানান, জনগণের আস্থা ও সহযোগিতা নিয়েই সেনাবাহিনী সমাজ থেকে অবৈধ অস্ত্র, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নির্মূলে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের অভিযান এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আলমডাঙ্গায় সেনা-পুলিশের অভিযানে অস্ত্রসহ যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার ও এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আজ শনিবার ভোররাতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে কেশবপুর পূর্বপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সেনাবাহিনী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই দিন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর রাত ২টা ১৫ মিনিট থেকে সকাল ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত অভিযান চলেছে। সেনাবাহিনীর বিএ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ

অয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে নিহত জসিমের ছেলে সোয়াদের বাড়ি ঘেরাও করা হয়। তল্লাশির এক পর্যায়ে উদ্ধার করা হয় একটি শটগান, পাঁচ রাউন্ড গুলি, নয়টি ধারালো দেশীয় অস্ত্র এবং একটি ঢাল।

গ্রেপ্তার সোয়াদ কেশবপুর পূর্বপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে অবৈধ অস্ত্র মজুদের কথা স্বীকার করেছে বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে। পরে তাকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মাসুদুর রহমান জানিয়েছেন, আটক যুবকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।